OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 87 - 98
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন : এক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

অপরাজিতা ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: aparajitabhattacharjee8721@gmail.com
0009-0008-5499-4406

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Detective, fiction, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Wilkie Collins, Priyanath Mukhopadhyay, Darogar Daptar, Feluda, cybercrime, Satyajit Ray.

Abstract

The history and evolution of Bengali detective fiction represent a dynamic interplay between literary creativity, socio-cultural transformation, and the gradual formation of modern rational consciousness in Bengal. This study aims to analytically trace the origin, development, and diversification of detective narratives in Bengali literature, examining how the genre has responded to changing historical contexts and readerly expectations. Beginning in the late nineteenth century during the colonial period, Bengali detective fiction emerged under the influence of Western literary models, particularly the works of Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, and Wilkie Collins. Early Bengali writers adapted these models to local contexts, initiating a process of indigenization that shaped the foundation of the genre. The study highlights the pioneering contributions of writers such as Priyanath Mukhopadhyay, whose Darogar Daptar introduced crime narratives rooted in real police experiences, and Bankimchandra Chattopadhyay, whose prose contained elements of mystery and investigation. As the genre matured in the early twentieth century, it witnessed a significant transformation through the works of Hemendra Kumar Roy and Sharadindu Bandyopadhyay. Sharadindu's creation, Byomkesh Bakshi, marked a turning point by introducing a more nuanced, psychologically aware detective figure who identified himself as a "truth-seeker" rather than merely a solver of crimes. This phase reflects a deeper engagement with moral ambiguity, social structures, and human psychology.

The post-independence period saw further expansion and popularization of the genre through iconic characters such as Satyajit Ray's Feluda and Samaresh Basu's Gogol. These narratives combined intellectual rigor with accessibility, appealing to both young and adult readers. The study also explores how Bengali detective fiction adapted to urbanization, globalization, and technological advancements in the late twentieth and early twenty-first centuries. Contemporary writers have experimented with narrative techniques,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

themes, and character constructions, incorporating elements such as forensic science, cybercrime, and transnational settings. Through a critical examination of representative texts and authors, this study argues that Bengali detective fiction is not merely a form of entertainment but a significant cultural discourse reflecting the evolution of rationality, modernity, and social ethics in Bengali society. It also underscores the genre's ability to negotiate between tradition and modernity, local specificity and global influence. Ultimately, the analytical framework of this study seeks to position Bengali detective fiction as an important literary form that mirrors broader intellectual and cultural transformations across different historical phases.

Discussion

গল্প বলার ঐতিহ্য মানুষের সভ্যতার শুরু থেকেই বিদ্যমান। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ তার অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ভয় ও কৌতূহলকে গল্পের মাধ্যমে রূপ দিতে শিখেছে। সাহিত্যের নানা শাখার মতোই রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। গোয়েন্দা গল্প কেবল একটি রহস্য উদ্ঘাটনের বিষয় নয়, এটি সমাজ, মনস্তত্ত্ব, যুক্তি এবং বিচারবোধের এক নিখুঁত মেলবন্ধন। পাঠকের মনে একধরনের ধাঁধা তৈরি করে, আবার সেই ধাঁধা সমাধানও প্রদান করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের সাহিত্যের বিবর্তন ঘটেছে, তা হয়েছে সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রযুক্তির প্রভাবের অধীন।

> "একসময় যারা শিশু তারাই পরবর্তীতে হয়ে উঠে সমাজ গঠনের কারিগর। আগামী পৃথিবীর ভার যাদের হাতে বর্তাবে তাঁদের ভিতটা মজবুত করে গড়ে তোলা দরকার। শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জীবন সেই ভিতের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মানব জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় এই শৈশব ও কিশোর জীবন। এই সময়েই তাঁদের মনের ভিত গড়ে ওঠে। 'শিশু-কিশোর সাহিত্য' শিশু ও কিশোর-কিশোরীর মনের ভিত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্বদেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে ছোটদের যত্নবান করে তোলার পাশাপাশি হতে ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের।"[১]

গল্প হল এক চিরন্তন প্রথা যা যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচারিত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরিকাঠামো, বিশ্বাস, ভয় এইসব নানান ধরনের অভিব্যক্তিকে গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছে। রহস্য গল্প বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় জায়গা দখল করে আছে। রহস্যের গন্ধ, উত্তেজনার ছোঁয়া আর যুক্তির সূক্ষ্ম কারিকুরি – এই সবকিছু মিলে গোয়েন্দা সাহিত্য পাঠককে এক গভীর অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা দেয়। অথচ এর শুরুটা মোটেই এত গঠিত ও সুসংগঠিত ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারা যেমন বদলেছে, তেমনি বদলেছে তা প্রেক্ষিত, চরিত্র এবং সমাজ সংশ্লিষ্টতা। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটে। রহস্য, রোমাঞ্চ আর বুদ্ধির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই ধারাটি কেবল পাঠকের মনে কৌতূহল জাগায়নি, বরং বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম শাখা হিসাবেও স্থান পেয়েছে। রহস্য হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মানুষের মনে কৌতূহল উদ্দীপন করে, তাই রহস্যের প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন সত্য। কিন্তু তাই বলে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওঠা বসার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, আপাতদৃষ্টিতে যার কার্যকারণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নয়, তার মধ্যে রয়ে গেছে এক আলো-আধারি ভাব যা পাঠকের মনকে বিস্মিত করে, তার রোমাঞ্চ জাগায়, কৌতূহলের সূচনা করে, তাছাড়া অনেক সময় তা আতঙ্কের কারণ হয়েও দাঁড়ায়। অনেকে মনে করেন ঘটনাটি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া, কিন্তু আবার অনেকে মনে করেন তা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। আসলে এই গোয়েন্দা গল্পগুলি নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে, নানা অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক অক্ষুন্ন জায়গা দখল করেছে। সুকুমার সেন বলেছেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পৃথিবীতে মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসে জীবন চর্যার দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য শিল্প-কল্পনাকে যদি বৃক্ষের উপমা দিই তবে সে বৃক্ষের প্রথম উদ্গত শাখাগুলির অন্যতম হবে শিকার-চিত্র ও গোয়েন্দার গল্প। শিকারির কাজও গোয়েন্দাগিরি দুই-ই এক ব্যপার- গোপন অনুসন্ধান করে ফাঁদ পেতে অথবা আঘাত করে আয়ও করা।"[২]

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের উদ্ভব ও ইতিহাস একটি চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় বিষয়, যা শুধু সাহিত্যিক বিনোদনের দিক থেকেই নয়, বরং একটি সমাজ-সংস্কৃতি-মননের ধারার প্রতিফলন হিসেবেও বিশ্লেষণযোগ্য। গোয়েন্দা গল্পের জন্মের পিছনে রয়েছে ইতিহাস, বিদেশি প্রভাব, সামাজিক রূপান্তর এবং পাঠকের রুচির পরিবর্তন। গোয়েন্দা গল্পের মাধ্যমে অপরাধের জট খুলে যাওয়ার মাধ্যমে যেমন এক রহস্যময় রোমাঞ্চ থাকে, তেমনি সত্য উদ্ঘাটনের আনন্দ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও নৈতিকতার পুনরুদ্ধারও এই ধারার মূল সুর হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা কেবল অনুকরণে আবদ্ধ নয়, বরং নিজস্ব পথ অনুসরণ করে এক মৌলিক সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

> "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ কাহিনীর আমদানি হয়েছে ইংরেজি থেকে। সকলে অবগত আছেন কি না জানিনা এদেশে পুলিশের ব্যবস্থা প্রথম হয় বিলেতে লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তবে এ পুলিশ শুধু কলকাতার জন্যেই ছিল না, সম্পূর্ণ দেশের অর্থাৎ তখন দেশের যতটা অধিকার ছিল ততটার জন্যে। সে হল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা।"[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক সাহিত্য ধারার সূচনা ঘটে – নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির বিবিধ রূপে – বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যও ঠিক সেই সময়েই একরকম আগাছার মতো মাথা তুলতে শুরু করে। তবে যেখানে অন্যান্য সাহিত্যরূপের বিকাশে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রতিভা সাহিত্যিকরা সক্রিয় ছিলেন, সেখানে গোয়েন্দা সাহিত্যের পাশে তেমন কোনো বড় প্রতিভা শুরুতে দেখা যায় নি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধারার বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখান নি, বরং নীরব ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে পাশ্চাত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব বাংলা উপন্যাসের জন্মকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব করেছিল, তেমনি ইউরোপে রোমান্টিক গীতিকবিতার স্রোত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার পথ খুলে দিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই পশ্চিমে - বিশেষ করে আমেরিকায় – যখন উনিশ শতকের মাঝামাঝি গোয়েন্দা সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করল, তখন বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব পড়ে উনিশ শতকের শেষভাগে। তাই বলাই যায়, পাশ্চাত্যের কনিষ্ট সাহিত্যধারা হিসাবে গোয়েন্দা সাহিত্যের যাত্রা দেরিতে শুরু হওয়ায় বাংলাতেও তার পদার্পণ বিলম্বিত হয়েছিল।

> "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্য উপন্যাসের জন্ম যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা উপন্যাসের জন্মকে সম্ভব করেছিল; অথবা ঊনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপীয় রোমান্টিক গীতিকবিতার প্লাবন যেমন ঐ শতকেরই শেষ দু'-তিন দশকে আধুনিক বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রবেশমুখকে অবারিত করেছিল, গোয়েন্দা সাহিত্যও তেমনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সূচনা সম্ভব করেছিল...।"[৪]

মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই গোয়েন্দা সাহিত্যের সূচনা ধরা যায়। তবে জন্মেরও আগে প্রস্তুতি থাকে – যেমন বীজ বপনের আগে জমি চষতে হয়, তেমনি গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পূর্বসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। গবেষকরা বলেন, যদিও গোয়েন্দা কাহিনির স্পষ্ট রূপ আমরা উনিশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে দেখতে পাই, এর শিকড় আসলে অনেক গভীর – পুরনো নানা সাহিত্যধারায়, এমনকি মহাকাব্যেও লুকিয়ে ছিল অপরাধ ও রহস্যের বীজ। সেই প্রাচীন বীজ থেকেই একসময় উদ্ভব ঘটে গোয়েন্দা সাহিত্যের, যা পরবর্তীতে বিশিষ্ট একটি সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক গোয়েন্দা গল্প রচনার কৃতিত্ব মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো-কে দেওয়া হয়। তাঁর ১৮৪১ সালে রচিত 'The Murders in the Rue Morgue' গল্পটিকে আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির জনক বলা হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গল্পে তিনি অগাস্ত দ্যুঁপে নামে এক রহস্য ভেদকারী চরিত্র সৃষ্টি করেন, যিনি যুক্তির সাহায্যে জটিল খুনের কেস সমাধান করেন। এই গল্প প্রসঙ্গে পো বলেন -

> "The mental features discoursed of as the analytical are in themselves, but little susceptible of analysis."[৫]

পো-র এই দ্যুঁপে চরিত্রটি গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি মডেল গঠন করে - যেখানে একজন তদন্তকারী, যার সাধারণ মানুষের চেয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও যুক্তি রয়েছে, অপরাধের পেছনের কারণ ও কৌশল উদ্‌ঘাটন করেন। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, পুলিশ যখন অন্ধকারে ঘোরে, তখন এক দার্শনিক স্বভাবের, একাকী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি কেবল যুক্তি শৃঙ্খল দিয়ে অপরাধের রহস্য উন্মোচন করেন। তারপর আসে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস। ১৮৮৭ সালে 'A Study in scarlet'- এর মাধ্যমে হোমসের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শার্লক হোমস চরিত্রের মধ্য দিয়ে গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছোয়। হোমসের বিশেষত্ব ছিল তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও যুক্তিবাদ।

> "When you have eliminated the impossible, whatever remains however improbable must be the truth."[৬]

গোয়েন্দা সাহিত্যকে এক যুক্তিনির্ভর দর্শনে প্রতিষ্ঠা করে। হোমসের সঙ্গে ছিলেন ডঃ ওয়াটসন, যিনি কাহিনির বর্ণনাকারী এবং পাঠকের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতেন। তাদের দ্বৈত সম্পর্কটি শার্লক হোমস সিরিজকে পাঠকের কাছে আরও মানসিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। আর্থার কোনান ডয়েলের এই রচনাগুলি কেবল একটি রহস্যের সমাধান নয়, বরং একটি বুদ্ধির খেলা, যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। এ সময়ের মধ্যে গোয়েন্দা সাহিত্যে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য নামের যুক্ত হয়। গিলবার্ট চেস্টারটনের 'ফাদার ব্রাউন', আগাথা ক্রিস্টির 'হারকিউল পয়রট' ও 'মিস মারপল', ড্যানিয়েল হ্যামেটের 'সেম স্পেড', রেমণ্ড চ্যান্তলারের 'ফিলিপ মারলউই'- এইসব চরিত্রগুলো গোয়েন্দা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতা গঠন করে বিশেষ করে আগাথা ক্রিস্টির সাহিত্যিক দক্ষতা গোয়েন্দা কাহিনিকে জনমানসে এক নতুন জায়গায় পৌঁছে দেয়। পোয়ারোর একটি বিখ্যাত উক্তি -

> "It is the brain, the little grey cells on which one must rely. One must seek the truth within not without."[৭]

গোয়েন্দা গল্পের প্রতি পাঠকরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। কারণ তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। গোয়েন্দা গল্পের আকর্ষণ এতটাই যে তার প্রতি মানুষ অনেকটা ঝুঁকে পড়েছেন। লেখকেরা পাতার পর পাতা লিখেছেন এই গোয়েন্দা গল্পের উপর। কিন্তু এতো এতো লেখকের মধ্যে একঘেয়েমি ভাবে শুধুমাত্র আগাথা ক্রিস্টি, কেরোলিন ওয়েলস বা বেলোক লনডেসের মতো মাত্র দুচারজন বাছাই করা মহিলা গোয়েন্দা সাহিত্যের চর্চা করা হয়েছে। কেউ নিজস্ব গড়ন নিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত হতে পারেননি। একঘেয়েমি গড্ডালিকা প্রবাহে শুধু প্রবাহমান হয়েছেন। কিন্তু তার ব্যতিক্রম হয়েছেন আগাথা ক্রিস্টি। নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। ক্রিস্টির অনেক অনেক লেখার মধ্যে যে গল্পটি আলাদা মাত্রায় পৌঁছেছে সেটি হল - 'The Mysterious Affair at Styles'। গল্পটি লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে প্রথম যাত্রা শুরু। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The Murderer on the links', 'The Murder of Roger Ackroyd', 'The Mystry of the Blue train', 'Murder on the Orient Express', 'Sleeping', 'Partners in Crime' - এছাড়াও আগাথা ক্রিস্টির অন্যান্য আরও গ্রন্থ খুবই উল্লেখযোগ্য।

> "ক্রিস্টির লেখা গল্প কাহিনির বড়ো অভিনবত্ব একজন গোয়েন্দা নয়, বর্ণিত হয়েছে চার-পাঁচজন গোয়েন্দার কথা। গোয়েন্দা চরিত্রের চালচলন, কথা বলা, ক্লু খোঁজা - সবকিছুর মধ্যেই বৈচিত্র্য স্পষ্ট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> হয়ে ওঠে। তাই এরকিউলের সঙ্গের মিঃ কুইন বা মিঃ পাইনের নানান বৈসাদৃশ্য রয়ে যায়। এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে ক্রিস্টির গোয়েন্দা কাহিনিগুলি অন্তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।"[৮]

কাহিনি বৃত্তের নতুনত্ব ও ঘটনার জটিলতম পরিস্থিতি, আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব পাঠকের মনকে খুবই আকৃষ্ট করে রাখে। লেখক আগাথা ক্রিস্টি 'ক্রাইম ক্যুইন' নামে সুপরিচিত। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা গল্প প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তাঁর লিখিত গ্রন্থের তালিকা মোটামুটি একশোর কাছাকাছি। তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থই পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। 'The Mouse Trap' আগাথা ক্রিস্টির ছোটগল্প অবলম্বনে রচিত একটি নাটক। নাটকটি জনপ্রিয়তার নিরিখে, পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক পদচিহ্ন হয়ে রয়েছে। আগাথা ক্রিস্টির প্রথম উপন্যাসের মধ্য দিয়েই এরকুইল পোয়ারোর আবির্ভাব, তিনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হিসাবে সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রখর বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার এক মিশ্রণে গড়ে উঠেছে পোয়েরোর এই চরিত্রটি, যা শার্লক হোমসের সমতুল্য।

> "কাহিনীবৃত্তের অভিনবত্ব ও ঘটনার জটিলতা, আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসের বিশেষত্ব। তা পাঠকের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে রাখে।"[৯]

পাশ্চাত্যে গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রভাব : গোয়েন্দা সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় ও স্বতন্ত্র শাখা হলেও এক শিকড় প্রোথিত রয়েছে বহু প্রাচীন সাহিত্যিক রচনার মধ্যে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নানা কাহিনিতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা পরবর্তীকালে গোয়েন্দা সাহিত্যের গঠনে পরোক্ষ অবদান রেখেছে। ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ, অপরাধের রহস্যভেদ, চরিত্র সমূহের মনস্তত্বমূলক পর্যবেক্ষণ ও জটিলতম পরিস্থিতির মধ্যে ফাঁদ পেতে অপরাধীদের সনাক্ত করা - এইসব উপাদান বহু আগেই সাহিত্যে উপস্থিত ছিল, যদিও এগুলোকে তখনো গোয়েন্দা সাহিত্য বলা হতোনা। হোমারের ওডিসি-তে ট্রয় যুদ্ধের শেষে ওভিসাসের বুদ্ধিচাতুর্যে 'ট্রোজান ঘোড়ার কাহিনী' এক অনবদ্য কৌশল প্রয়োগের উদাহরণ।

> "হোমারের ওডিসি'তে ওডিসাসের পরামর্শ অনুযায়ী একিয়ানরা একটি মস্ত বড় কাঠের ঘোড়াকে বাহ্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে ট্রোজানদের ফাঁদে ফেলবার যে আয়োজন করেছিল, তা একালের গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধীদের ধরবার জন্য গোয়েন্দাদের ফাঁদ পাতার ঘটনাকেই স্মরণ করায়। সফোক্লিসের রাজা ঈডিপাস নাটকে ঈডিপাসের আত্ম অনুসন্ধান ও পরিশেষে আত্ম অপরাধ উন্মোচনের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা ইডিপাসকে একই সঙ্গে সত্যান্বেষী গোয়েন্দা ও অপরাধীতে পরিণত করেছে।"[১০]

গোয়েন্দা সাহিত্যের আরও সুস্পষ্ট রূপ পরিলক্ষিত হয় অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক সাহিত্যে, ভলতেয়ারের কাঁদিদ-এ প্রধান চরিত্র কাঁদিদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনা ধরনের অনুসন্ধানী চরিত্রে পরিণত করে, যা থেকে তাকে এক শরনের আধুনিক অনুসন্ধানী চরিত্রে পরিণত করে, যা আধুনিক গোয়েন্দা চরিত্রের পূর্বসূরি হিসেবে ধরা যায়। এই ধারার বাস্তবায়ন ঘটে ইউনিজ ফ্রাঁসোয়া ভেদক (১৭৭৫-১৮৫৭) এবং এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯) এর হাতে। ভেদক একসময় একজন দুর্ধর্ষ অপরাধী ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে পুলিশের দায়িত্বে জীবনী গ্রন্থ অপরাধ দমনে অনন্য হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'Mermories of Vidocq' (১৮৩৬-৪৬)-এ এমন সব কাহিনি রয়েছে যা পরে বহু লেখকগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করে। যদিও তাঁর আত্মজীবনী কতটা নিজের লেখা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যছে, তবুও তাঁর অভিজ্ঞতা ফিকশনের জগতে অপরাধধর্মী গল্পকে উৎসাহ জুগিয়েছে। তাঁর প্রভাবে বালজাক, ইউজিন সু ও আলেস্কান্দ্র দ্যুমারের মতো লেখকেরাও অপরাধ জগতকে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। তবে আধুনিক গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রকৃত পথিকৃৎ হিসেবে এডগার অ্যালান পো-কেই গণ্য করা হয়। ১৮৪১ সালে তাঁর লেখা 'The Murders in the Rue Morgue' গোয়েন্দা সাহিত্যের এক বিপ্লব ঘটায়। এই গল্পেই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে গোয়েন্দা চরিত্র সঁ অগাস্ত দুঁপা-এর যিনি শুধুমাত্র যুক্তি, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অপরাধের রহস্যভেদ করেন। পরবর্তীতে The Mystery of Marie Roget এবং The Purloined Letter এও দুপাঁ উপস্থিত থেকে এই ধারাকে সুসংবদ্ধ করেন। পো'র অন্যান্য রচনা The Gold Bug, The

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Black Cat কিংবা The Fall of the House of Usher, রহস্য ও মানসিক উত্তেজনার দিক থেকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বিশ শতকের গোড় গোড়ার দিকে উইলকি কলিন্স এর The woman in white (১৮৬০) ও The Moonstone (১৮৬৮)-কে আধুনিক ইংরেজ গোয়েন্দা কাহিনির আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে The Moonstone একটি চুরি হওয়া হীরকের রহস্যকে ঘিরে যে অনুসন্ধানমূলক কাহিনি নির্মিত হয়, তা পরে বহু গোয়েন্দা গল্পের গঠন কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফরাসি সাহিত্যেও এই ধারার বিকাশ লক্ষ করা যায়। এমিল গাবোরিও-র Monsieur Lecoq চরিত্রটি গোয়েন্দা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তাঁর রচিত অন্যান্য রচনাও যেমন The widow Lerouge, The mystery of orcival, গল্পের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলে। তবে নিঃসন্দেহে গোয়েন্দা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে স্থান করে নেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০)। তিনি তাঁর অনবদ্য চরিত্র শার্লক হোমস্ কে দিয়ে গোয়েন্দা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। A Study in Scarlet, The Sign of Four, The Hound of the Baskervilles এবং The Valley of Fear নামক উপন্যাসগুলির পাশাপাশি The Adventures of Sherlock Holmes, The Mermoirs of Sherlock Holmes, The Return of Sherlock Holmes, His last Bow, The Case-book of Sherlock Holmes - এই সংকলনগুলিতে তিনি হোমসকে এমন এক যুক্তিবাদী চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেন যে পাঠকের কাছে তিনি প্রায় বাস্তব হয়ে ওঠেন। এছাড়াও জি-কে. চেস্টারটন তাঁর Father Brown চরিত্রের মাধ্যমে গোয়েন্দা সাহিত্যে যুক্ত করেন নৈতিকতা ও ধর্মীয় চিন্তার এক অনন্য ব্যঞ্জনা। ফাদার ব্রাউন একজন পুরোহিত, যিনি অপরাধ সমাধানে শুধু যুক্তিই নয়, অন্তরর্জ্ঞান নয়, সহানুভূতি ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করেন। তাঁর চরিত্র গোয়েন্দা সাহিত্যের আরেকটি বিকল্প ধারা নির্মাণ করে। এই ধারাবাহিকতার চূড়াও বিকাশ ঘটে আগাথা ক্রিস্টির হাতে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা কাহিনি লেখিকা হিসেবে পরিচিত এই সাহিত্যিক 'হুইডানইট' ধাঁচের রহস্য কাহিনিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেন। তাঁর সৃষ্ট হারকিউল পোয়ারো ও মিস মারপল চরিত্রদ্বয় রহস্য উদঘাটনে যুক্তি, তীক্ষ্ণ, পর্যবেক্ষণ ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা আজও অনুস্মরণীয়। Murder on the Orient Express, The ABC murders, And then There Were None, Death on the Nile, The Mousetrap, Five Little Pigs, Nemesis, A Pocket Full of Rye. Evil Under the Sun প্রভৃতি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

প্রাচ্যে গোয়েন্দা গল্পের প্রভাব : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক বিশেষ যুগ। এই সময়েই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে নতুন ধ্যানধারণা, নতুন শিল্পরীতি এবং নতুন বিষয়চেতনা বাংলার মাটিতে প্রবেশ করে। নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা গীতিকবিতা সবকিছুই পাশ্চাত্য প্রভাবের ছোঁয়ায় এক ভিন্ন ধারায় বিকশিত হতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রবাহের বাইরে থাকেনি গোয়েন্দা সাহিত্যও। যেভাবে ইংরেজি সাহিত্যে এডগার অ্যালান পো কিংবা কনান ডয়েলের হাত ধরে আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির সূচনা হয়েছিল, বাংলাতেও তার প্রতিফলন দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ ভাগে। কিন্তু গোয়েন্দা গল্প হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয়নি, তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। বাংলা সামাজিক উপন্যাস যেমন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছিল, তেমনই গোয়েন্দা কাহিনির ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল নানা উপন্যাস, নাটক ও গল্পে অপরাধ ও রহস্যের বিচিত্র উপাদানের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরেই প্রথম এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর উপন্যাসগুলো নিছক প্রেমকাহিনি বা সামাজিক আখ্যান নয়; বরং সেখানে নানা ধরনের অপরাধমূলক উপাদানও পাওয়া যায়। হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ, চুরি বা ডাকাতির মতো বিষয় তিনি প্রায়শই কাহিনির অঙ্গ করেছেন। যেমন 'রাজমোহনস ওয়াইফ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' কিংবা 'দেবীচৌধুরাণী'-র মতো উপন্যাসে পাঠক এমন সব উপাদান দেখতে পান, যা পরে গোয়েন্দা গল্পে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর কোনো কোনো রচনায় ছদ্মবেশ ধারণের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়, যা সরাসরি গোয়েন্দা সাহিত্যের রীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র গোয়েন্দা গল্প লিখতে চেয়েছিলেন, এমন দাবি করা যায় না, কিন্তু তাঁর রচনায় যে গোয়েন্দা কাহিনির জন্য প্রাথমিক উপাদান সঞ্চিত হচ্ছিল, তা অনস্বীকার্য। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকগুলিতেও অপরাধ ও রহস্যের টুকরো টুকরো উপস্থিতি আমরা পাই। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছোটগল্পধারায় আমরা অতিপ্রাকৃতের কিছুটা ছাপ দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা' ইত্যাদি। চুরি, জালিয়াতি কিংবা হত্যার প্রয়াস তাঁর নাটকে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি করত। তবে এগুলিকে গোয়েন্দা কাহিনি বলা যায় না। এগুলোকে বরং অপরাধকেন্দ্রিক আখ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন বলাই শ্রেয়।

> "গিরিশচন্দ্রের দু'একটি নাটকেও চুরি-জালিয়াতি হত্যার চেষ্টা ইত্যাদির মতো কিছু কিছু অপরাধের চিত্র পাওয়া যায়। তবে এগুলিকে গোয়েন্দা গল্প বলা কোনো মতেই সঙ্গত নয়, বরং গোয়েন্দা ও অপরাধধর্মী গল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুতির পর্ব হিসেবেই এগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে, ঠিক যেমন বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি ভবানীচরণের নববাবুবিলাস প্রভৃতি রচনাকে।"[১১]

প্রিয়নাথের সমসাময়িক সময়ে আরও কয়েকজন লেখক এই ধারায় যুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র বসু প্রকাশ করেন সেকালের দারোগার দপ্তর ১৮৯৫ সালে। এখানেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস গল্প আকারে প্রকাশ পায়। প্রায় একই সময়ে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হরিদাসের গুপ্তকথা পাঠকমনে আলোড়ন তোলে। ভুবনচন্দ্র অনুবাদ ও রূপান্তরের মাধ্যমেও বাংলা পাঠককে বিদেশি রহস্যসাহিত্যের স্বাদ দেন। তিনি ইউজিন সু-এর ওয়ানডারিং জু অনুবাদ করেন অভিশপ্ত ইহুদি নামে এবং মারি কোরেলির সোরোজ অব স্যাটার্ন রূপান্তর করেন সন্তপ্ত শয়তান নামে। এইসব রূপান্তর পাঠকের কাছে বিদেশি রোমাঞ্চ ও রহস্যকে সহজলভ্য করে তোলে। একই সময়ে হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপাল ডাক্তারের ডায়েরি, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চুরি না বাহাদুরি, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের জাল গোয়েন্দা ও তিন খুন প্রভৃতি রচনাও প্রকাশিত হয়। শরচ্চন্দ্র দেব বা সরকার প্রকাশ করেন গোয়েন্দা কাহিনি নামে একটি পুস্তিকামালা, যা ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে ধারাবাহিক আকারে বেরিয়েছিল।

> "বাংলা গোয়েন্দা গল্পে প্রিয়নাথের পরেই উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর তিনি তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীর গঠনশৈলীটি নির্মাণ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর রচনার গোয়েন্দা কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত। বঙ্কিম উপন্যাসের আদলেই ভাষাতেও বঙ্কিমীপ্রভাব লক্ষ করা যায়।"[১২]

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে গোয়েন্দা কাহিনি একবিশেষ ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ধারার সূচনা ও বিকাশ কেবলমাত্র বিনোদনমূলক সাহিত্য রচনার প্রয়াসে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজ, মনস্তত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে প্রভাবিত হয়ে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির জন্ম হলেও এর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই একে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন 'ডিটেকটিভ' গল্পে গোয়েন্দাদের ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রকুমার রায় কিংবা সত্যজিৎ রায়ও মাঝে মাঝে এই ধারার অতিরঞ্জনকে কৌতুকরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত বিশ ও ত্রিশের দশকে 'কল্লোল' এবং 'কালিকলম' -এর সাহিত্যিকেরা ফ্রয়েড ও মার্কসের দর্শনকে আশ্রয় করে নব্যবাস্তবতার পথ ধরলেন। এই ধারায় আবির্ভূত হন একাধিক বিশিষ্ট লেখক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৯৩২ সালে তিনি 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার মাধ্যমে রহস্যসাহিত্যে প্রবেশ করেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম। তাঁর সৃষ্ট ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্র বাঙালি পাঠকের কাছে এক অমলিন আস্বাদ। ব্যোমকেশ কেবল গোয়েন্দা নন, তিনি 'সত্যের অনুসন্ধানী'। শরদিন্দুর কাহিনিতে কেবল রহস্যভেদ নয়, সমাজের নানা সমস্যার প্রতিফলন, মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের পুনর্নির্মাণ দেখা যায়। যেমন - 'সত্যান্বেষী', 'অদৃশ্য ট্রেন', 'চোরাবালি', 'অগ্নিবাণ' প্রভৃতি কাহিনিতে রহস্যের পাশাপাশি মানুষের অন্তর্লোক উন্মোচনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ব্যোমকেশকে তাই কেবল গোয়েন্দা বলে চিহ্নিত করা যায় না, তিনি আসলে সত্যসন্ধানী মানবমনের প্রতিচ্ছবি। প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই ধারায় উল্লেখযোগ্য। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে যেমন খ্যাত, তেমনি রহস্যসাহিত্যে তাঁর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গোয়েন্দা গল্পে এক ধরনের আধুনিকতা দেখা যায়। তাঁর কাহিনিগুলিতে শহুরে জীবনের অন্ধকার দিক, সমাজের অপরাধ প্রবণতা এবং মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মিশে থাকে। তাঁর শেষ রচনা 'বিশুপাল বধ' অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ রচনাতেও শরদিন্দুর শিল্পীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ ইংরেজি সাহিত্যের ডিটেকটিভ চরিত্রের অনুসরণে গড়ে ওঠেনি। বরং তিনি নিজেকে গোয়েন্দা বলতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর নিজের পরিচয় ছিল 'সত্যান্বেষী'। অর্থাৎ রহস্য উদ্ঘাটন তাঁর লক্ষ্য হলেও তিনি কেবল অপরাধীকে খুঁজে বার করা বা অপরাধের কৌশল ভাঙার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি সত্য অনুসন্ধান করতেন, সমাজ ও মানুষের অন্তর্জগতকে অন্বেষণ করতেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে অতি জনপ্রিয় নাম। তাঁর সৃষ্ট কর্নেল চরিত্র পাঠকমহলে দারুণ সাড়া ফেলে। কর্নেল একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, যিনি যুক্তি, বিজ্ঞান ও সাহসের সমন্বয়ে রহস্যভেদ করেন। কর্নেলের কাহিনিতে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, তেমনি রয়েছে অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা। নীহাররঞ্জনের কাহিনিতে রহস্য ও রোমাঞ্চ এক অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি করেছে, যা বাঙালি পাঠককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর কর্নেল চরিত্র একসময় ফেলুদা বা ব্যোমকেশের সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এইসব পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নারী লেখক হিসেবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর লেখায় নারীর দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অবস্থান এবং রহস্যের অনন্য বিন্যাস পাওয়া যায়। ফলে তিনি বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ আসন লাভ করেছেন। সবমিলিয়ে দেখা যায়, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের 'রোমাঞ্চ' পত্রিকা থেকে শুরু করে হেমেন্দ্র কুমারের কিশোরোপযোগী রহস্য, শরদিন্দুর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রেমেন্দ্রর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীহাররঞ্জনের কর্নেলের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা এবং প্রভাবতী দেবীর নারীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি সব মিলিয়ে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য এক সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় ও পূর্ণাঙ্গ ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত গড়ে উঠেছে দেশীয় অভিজ্ঞতা, সমাজ বাস্তবতা ও বাঙালি মানসিকতার উপর ভিত্তি করে। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ কেবল পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্যই নয়, বরং সাহিত্যিক মান রক্ষার জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজও ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কিরীটি, কর্নেল কিংবা প্রতুল লাহিড়ী পাঠক হৃদয়ে অমলিন হয়ে আছে। বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বাঙালি কল্পনাশক্তিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ভান্ডারেও অমূল্য সম্পদ যুক্ত করেছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যজগৎ শুরু হয়েছিল একেবারেই ভিন্ন স্বাদের গল্প দিয়ে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা "যখের ধন' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে 'মৌচাক' পত্রিকায়। সেই রচনায় পাঠকের সামনে হাজির হন বিমল, কুমার, ভৃত্য রামহরি এবং বিশ্বস্ত কুকুর বাঘা। এই চারটি চরিত্র পরবর্তী সময়ে বারবার ফিরে এসেছে একাধিক গ্রন্থে। কেবল 'যখের ধন' নয়, বরং 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন', 'কুমারের বাঘ গোয়েন্দা' প্রভৃতি রচনাতেও তারা জড়িয়ে থেকেছে অজানাকে জয় করার সাহসী অভিযানে। হেমেন্দ্রকুমারের এই সৃষ্টিতে গুপ্তধনের লোভ বা কল্পকাহিনির বিস্তার থাকলেও তার গভীরে ছিল কিশোর পাঠকের মনে একধরনের অভিযানতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা। বাঙালি পাঠকের কল্পনায় বিমল-কুমার-রামহরি-বাঘা হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য সঙ্গী, যারা অচেনা ভৌগোলিক জগতের মধ্যে রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। এই চরিত্রগুলি নিছক কল্পনার ফসল নয়, তারা পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছিল সাহস, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের প্রতীক।

> "শরদিন্দুই প্রথম বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যকে সৃষ্টিধর্মী শিল্পকলায় পরিণত করেছেন। তাঁর গোয়েন্দা ব্যোমকেশকে তিনি তাঁর পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলেছেন। সাহিত্য সমালোচক মানুষের যে two flow জীবনের কথা বলেন, ব্যোমকেশকে শরদিন্দু সেভাবেই স্ত্রী-পুত্র বিজড়িত ব্যক্তি মানুষ ও 'সত্যান্বেষী সামাজিক মানুষ উভয় রূপেই এঁকেছেন। উল্লেখযোগ্য, এই 'সত্যান্বেষী' শব্দটি ব্যোমকেশের স্বপ্রদত্ত উপাধি। ব্যোমকেশ ইংরেজি ধাঁচের ডিটেকটিভ নন, এমনকি বাংলা 'গোয়েন্দা' শব্দেও তার আপত্তি। রহস্যমূলক ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করে সেই রহস্যের অন্তরালে নিহিত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণই তার লক্ষ্য।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শরদিন্দুর সমকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বয়সে শরদিন্দুর চেয়ে কিছুটা ছোট হলেও গোয়েন্দা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ঘটে শরদিন্দুর আগে। ১৯২৮ সালে 'রামধনু' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস পদ্মরাগ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি এবং সোনার হরিণ নামের দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন এবং এর সঙ্গে 'চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য' সহ অল্প কয়েকটি ছোটগল্পও লিখেছিলেন। শরদিন্দু ও মনোরঞ্জনের পাশাপাশি গোয়েন্দা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তবে গোয়েন্দা সাহিত্যেও তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। ১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম গোয়েন্দা রচনা গোয়েন্দা কবি পরাশর প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে পরাশর বর্মা। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর, ১৯৫৮ সালে পরাশর বর্মা ও অশ্লীল বই। শরদিন্দুর সমকালেই গোয়েন্দা সাহিত্যে প্রবেশ করেন ডা. নীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর সৃষ্ট কিরীটি রায় চরিত্র বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। নীহাররঞ্জনের গোয়েন্দা কাহিনি শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে, যখন শরদিন্দু ব্যোমকেশকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। কিরীটির চরিত্রে আছে সাহস, দৃঢ়তা এবং যুক্তিবোধের সমন্বয়। তাঁর গল্পগুলিতে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান ও পেশাগত অভিজ্ঞতার প্রভাব প্রায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। কিরীটি রায় কেবল রহস্যভেদকারী নন, বরং সমাজসচেতনও বটে। এ কারণে তাঁর গল্পে কেবল বিনোদন নয়, সমাজবাস্তবতার এক বিশেষ পাঠও পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এই ধারাবাহিক বিকাশ কেবল কিছু জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করেনি, বরং গোটা সাহিত্যের ভুবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাম এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বিশ শতকের চল্লিশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত যিনি বিপুল পরিমাণে রচনা করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্র কীরীটি রায়কে কেন্দ্র করে বহু পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছেন, তাঁকে এ ধারার অন্যতম জনক বলা চলে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রহস্যভেদী, চক্রী, বৌরাণীর বিল, হলুদ শয়তান, ডাইনীর বাঁশী, সেতারের সুর, ছায়া কুহেলী, নিরালা প্রহর, পদ্মদহের পিশাচ প্রভৃতি বিশেষভাবে পাঠকের মনে রেখাপাত করেছিল।

অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাকাবাবু সিরিজে যে অভিযানধর্মী রহস্যকাহিনি লিখেছেন, তা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের জন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও কাকাবাবু চরিত্রের সাহসিকতা, বিশ্বভ্রমণ আর অদম্য মনোবল কিশোরদের কাছে হয়ে উঠেছিল আদর্শ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর কর্নেল চরিত্রের মাধ্যমে আধুনিক বাঙালি ভদ্রলোক গোয়েন্দার রূপ এঁকেছিলেন। কর্নেল শুধু রহস্য সমাধান করেন না, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, রসবোধ ও মানবিকতা তাঁকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। এই সময়কার অন্য লেখকদের মধ্যে নারায়ণ সান্যালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা গোয়েন্দা ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি পাঠকের জ্ঞান ও কল্পনা দুই-ই বাড়াত। বিমল করের গল্পগুলিও রহস্য ও আবেগের মিশ্রণে পাঠকের মনে স্থান করে নিয়েছিল। সমরেশ মজুমদার তাঁর অর্ণব সিরিজ দিয়ে কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যে নতুন দিশা দেখান। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় বা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরাও কিশোর রহস্যকাহিনির জগতে সমৃদ্ধ অবদান রেখেছিলেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য এভাবে এক শতকেরও বেশি সময় ধরে নিজস্ব ভঙ্গিতে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও ধীরে ধীরে এই সাহিত্যের নিজস্ব রূপ গড়ে ওঠে। কিশোর-প্রবীণ সব বয়সের পাঠকের জন্যই আলাদা আলাদা চরিত্র সৃষ্টি হয় দস্যু মোহন, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কাকাবাবু, কর্নেল, অর্ণব প্রতিটি চরিত্রই হয়ে ওঠে সময়ের প্রতীক।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের নাম উচ্চারণ না করে আলোচনা চালানো অসম্ভব। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গোয়েন্দা গল্পকে তিনি যে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি। সেই সূত্রেই আবির্ভাব ঘটে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের, যিনি পাঠকের কাছে চিরপরিচিত হয়ে ওঠেন ফেলুদা নামে। এর অল্প কিছু বছর পরে, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা গ্রন্থ বাদশাহী আংটি। এরপর থেকে প্রায় তিন দশক ধরে ফেলুদাকে নিয়ে রচিত হতে থাকে একের পর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক কাহিনি। মৃত্যুরও কয়েক বছর পরে তাঁর অসম্পূর্ণ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে ফেলুদাকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর গোয়েন্দা গল্পের সংখ্যা উনচল্লিশ, যদিও এর মধ্যে চারটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফেলুদা সিরিজের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম আলাদাভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। বাদশাহী আংটি, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, সোনার কেল্লা, বাক্স রহস্য, জয় বাবা ফেলুনাথ, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে, গোঁসাইপুর সরগরম, হত্যাপুরী, টিনটোরেটোর যীশু, বোসপুকুরে খুনখারাপি, গোলাপী মুক্তা রহস্য এবং নয়ন রহস্য প্রতিটি কাহিনিই পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। এসব গল্পে যেমন রহস্য ও রোমাঞ্চের সুনিপুণ বুনন আছে, তেমনি আবার রয়েছে ভ্রমণকাহিনির আবেশ।

অন্যদিকে, নারায়ণ সান্যাল বাংলা রহস্য সাহিত্যে একেবারেই ভিন্ন ভঙ্গিতে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমত একজন বিজ্ঞানমনস্ক লেখক, ইতিহাস, স্থাপত্য, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে যিনি গভীরভাবে লিখেছেন। ফলে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিতেও যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম রহস্য গ্রন্থ 'নাগচম্পা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এতে তিনি পাঠকের কাছে এক নতুন স্বাদ নিয়ে আসেন। এরপর তিনি তৈরি করেন ব্যারিস্টার পি. কে. বসুর চরিত্র। বসু নিছক পুলিশ গোয়েন্দা নন, তিনি আদালতের একজন আইনজীবী। রহস্য সমাধানের ক্ষেত্র তাঁর কাছে পুলিশের তদন্ত নয়, বরং আইনের ধারা ও প্রমাণের ব্যাখ্যা। এখানেই তাঁর মৌলিকতা। পাঠক তাঁকে একদিকে বাঙালি ব্যারিস্টারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পান, অন্যদিকে বিশ্ব সাহিত্যের পেরি মেসনের ছায়াও দেখতে পান। নারায়ণ সান্যালের 'কাঁটা সিরিজ' যেমন সোনার কাঁটা, পথের কাঁটা, ঘড়ির কাঁটা, উলের কাঁটা প্রত্যেকটি গ্রন্থেই আদালতের দৃশ্য একটি নাটকের মতো সামনে আসে। 'সোনার কাঁটা'-তে যেমন একটি প্রাচীন গহনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্য পাঠককে টানে, ঘড়ির কাঁটা-তে সময় এবং ঘড়ি অপরাধের সমাধানের মূল সূত্র হয়ে ওঠে। পথের কাঁটায় ভ্রমণের প্রেক্ষাপট গল্পকে রোমাঞ্চময় করে তোলে। উলের কাঁটা-য় আবার একটি সাধারণ জিনিসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে অপরাধের সূত্র। প্রতিটি কাহিনিতেই নারায়ণ সান্যাল দেখিয়েছেন কিভাবে সাধারণ জিনিসও অপরাধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতে পারে, আর একজন দক্ষ আইনজীবী কিভাবে সেটিকে উন্মোচন করতে পারেন। নারায়ণ সান্যালের কাহিনিতে কেবল রহস্য সমাধান নয়, বরং সমাজ ও মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণও উপস্থিত থাকে। তিনি দেখিয়েছেন অপরাধ কেবল লোভ বা প্রতিহিংসার কারণে ঘটে না, অনেক সময় তা মানুষের দুর্বলতা, ভ্রান্তি বা সামাজিক চাপ থেকেও জন্ম নেয়। এই দিক থেকে তাঁর কাহিনি পাঠককে চিন্তা করতেও বাধ্য করে।

বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্পের ধারায় যে নামটি একেবারেই স্বতন্ত্র মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, তিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি যেমন তার স্বতন্ত্র কাব্যিক শৈলী, আখ্যান নির্মাণ এবং প্রান্তিক জীবনের ভিন্নতর ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য সুপরিচিত, তেমনি সমানভাবে খ্যাত তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে কেন্দ্র করে রচিত অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসের জন্য। বাংলার পাঠকমহল দীর্ঘকাল ধরে কর্নেলের রহস্য অনুসন্ধানের রোমাঞ্চে বিভোর থেকেছে এবং এই চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিশেষ ধরনের রহস্যসাহিত্য, যার সঙ্গে একইসঙ্গে জড়িয়ে আছে ভ্রমণ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং মানব সমাজের নানা রঙিন ছায়া-প্রতিচ্ছবি। সিরাজ মোটামুটি সত্তরের দশকের গোড়ার দিক থেকে গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু করেন। এই সময় বাংলার সাহিত্যে গোয়েন্দা সাহিত্যের জগতে ফেলুদা, কাকাবাবু, কিরীটীর জনপ্রিয়তা শীর্ষে। ঠিক এই পরিসরে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের আবির্ভাব একদিকে যেমন এক অভিনব মাত্রা যোগ করেছিল, তেমনি পাঠকের কাছে নতুন স্বাদের আস্বাদনও এনে দিয়েছিল। আগাথা ক্রিস্টির অমর চরিত্র হারকুল পোয়ারোর সঙ্গে কর্নেলের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে ব্যোমকেশ বক্সী নিঃসন্দেহে এক মাইলফলক, যার রচনাশৈলী, ভাষার নিখুঁত ব্যবহার এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁকে শুধু রহস্য সাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসের জগতে অনন্য করে তুলেছে। কিন্তু শরদিন্দুর এই সাফল্যই গোয়েন্দা সাহিত্যের সামগ্রিক মর্যাদা বাড়াতে পারেনি। বরং অনেক সময় দেখা গেছে, তাঁর মতো ব্যতিক্রমী প্রতিভা একপ্রকার ব্যতিক্রম হিসেবেই থেকে গেছেন। ফলে গোয়েন্দা সাহিত্য বর্তমান কাল পর্যন্ত বৃহত্তর সাহিত্য-প্রাঙ্গণে প্রান্তিক এবং উপেক্ষিত। এর কারণ খুঁজতে গেলে বোঝা যায় আমাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক - শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সেখানে সাহিত্য বলতে বোঝানো হয় মহাকাব্য, দার্শনিক উপন্যাস, ভাবগম্ভীর নাটক কিংবা জীবনঘনিষ্ঠ গদ্য। বিনোদনমূলক বা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থ্রিলারধর্মী লেখা সেখানে খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায় না। এর ফলে গোয়েন্দা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র ও গুরুতর সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার পথটি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যদিও পাশ্চাত্যে কোনান ডয়েলে, শার্লক হোমস কিংবা আগাথা ক্রিস্টি, হারকিউল পোয়েরোর কাহিনি সাহিত্য ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, বাংলায় তেমন সেতুবন্ধ খুব কম ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে। তবে এটাও সত্যি যে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে, যা পাশ্চাত্যের কেবল অনুকরণে সীমাবদ্ধ নয়।

Reference:

১. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ১৯৫৫, কলকাতা ৯, পৃ. ৩৯
২. সেন, সুকুমার, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ১৯৮৮, কলকাতা ৯, পৃ. ১৪১
৩. তদেব, পৃ. ১৪৬
৪. গুলশন, গোয়েন্দা কল্পবিজ্ঞান ও অলৌকিক সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৯
৫. সিকদার, দেবারতি, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১১
৬. তদেব, পৃ. ৪৩
৭. তদেব, পৃ. ৫৫
৮. চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন, রহস্য গল্পসংগ্রহ আগাথা ক্রিস্টি, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১১
৯. গুলশন, গোয়েন্দা কল্পবিজ্ঞান ও অলৌকিক সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪১
১০. গিরি, ড. সত্যবতী, মজুমদার ড. সমরেশ, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (দ্বিতীয় খণ্ড), রত্নাবলী, মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪৪২
১১. দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ, সাহিত্যের গোয়েন্দা, পরশপাথর, পৌষ ১৪১৯, কলকাতা, পৃ. ৩২
১২. গিরি, ড. সত্যবতী, মজুমদার ড. সমরেশ, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (দ্বিতীয় খণ্ড), রত্নাবলী, মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪৪২
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪৫

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

গুলশন, গোয়েন্দা কল্পবিজ্ঞান ও অলৌকিক সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯
গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ, গোয়েন্দা সাহিত্য, ব্যোমকেশ বক্সী ও অন্যান্য, একুশ শতক, মার্চ ২০১৩, কলকাতা ৭০০০৭৩
রায় রূপদত্তা, বকসী বর্ণশ্রী, নাথ সুস্মিতা, বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য মননে ও চিন্তনে, নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০২২, শিলচর-১
সিকদার দেবারতি, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা ৭০০০০৯
গিরি ড. সত্যবতী, মজুমদার ড. সমরেশ, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (দ্বিতীয় খণ্ড), রত্নাবলী, মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা ৭০০০০৯
মুখোপাধ্যায় শ্রীপ্রিয়নাথ, দারোগার দপ্তর (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা- অরুণ মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা ৭০০০০৯
দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ১৯৫৫, কলকাতা ৯
রায় ভারতী, রহস্য-কাহিনি শার্লক হোমস, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা ৭৩
চট্টোপাধ্যায় নীলাঞ্জন, রহস্য গল্পসংগ্রহ আগাথা ক্রিস্টি, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা ৭৩
দাশগুপ্ত অরিন্দম, সেকালের গোয়েন্দা গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০২১, কলকাতা- ৭০০০০৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 11
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 87 - 98
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাশগুপ্ত প্রসেনজিৎ, সাহিত্যের গোয়েন্দা, পরশপাথর, পৌষ ১৪১৯, কলকাতা।

ইংরেজি গ্রন্থ:

Doyle Sir Arthur Conan, The Complete Sherlocks Holmes, Doubleday & company, INC, 1986.
Christie Agatha, The murder of Roger Ackroyd, The murder of Roger Ackroyd, Grosset and Dunlap, DODD, MEAD AND COMPANY, Inc., 1926, New Work.